সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রিজেন্ট হাসপাতালে সরকারি সরঞ্জাম

সিলগালা করা রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি রয়েছে। এগুলো ফেরত চেয়ে সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরেজ ডিপোট (সিএমএসডি বা কেন্দ্রীয় ঔষধাগার)। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এবং প্রতারণার অভিযোগে সম্প্রতি হাসপাতালটি সিলগালা করা হয়। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

১৩ জুলাই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবকে লেখা এক চিঠিতে সিএমএসডি পরিচালক আবু হেনা মোরশেদ জামান বলেন, ‘সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেডের উত্তরা ও মিরপুর শাখায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেছে। কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট প্রদান, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া ইত্যাদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

হাসপাতাল পরিচালনার বৈধ কাগজপত্র না থাকায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিকে অবৈধ ঘোষণা ও সিলগালা করে। ওই হাসপাতালের অনেক কর্মী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়। বর্তমানে হাসপাতালটির সেবা কার্যক্রম বন্ধ আছে। এর আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও অবৈধ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।’

সিএমএসডি পরিচালক চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, ‘গত ৭ মে সিএমএসডির পূর্বতন প্রশাসন রিজেন্ট হাসপাতালের অনুকূলে দুটি ডায়ালাইসিস মেশিন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ডিসটিলড) একটি, আইসিইউ ভেন্টিলেটর দুটি এবং দুটি ডায়ালাইসিস বেড প্রদান করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সিলগালা অবস্থায় আছে। দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকলে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত সরকারি মালামাল একটি অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার কোনোভাবেই সমীচীন ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই জরুরিভিত্তিতে উক্ত মলামাল সিএমএসডিতে ফেরত আনা দরকার।’

তিনি জরুরিভিত্তিতে এসব মালামাল ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিবকে অনুরোধ করেন।

চিঠির অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালককে (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রীকে জানানো হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মো. আমিনুল হাসান বুধবার যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সিএমএসডি থেকে সরাসরি এসব মালামাল রিজেন্ট হাসপাতালকে দেয়া হয়। এর সঙ্গে তার দফতরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, অভিযানের পূর্বে রিজেন্ট হাসপাতালের পক্ষ থেকে দুটি হাসপাতালের জন্য দুই কোটি ছয় লাখ টাকার বিল জমা দেয়া হয়েছিল। যদিও মেশিনপত্র, চিকিৎসক সবই ছিল সরকারি। এছাড়া রোগীদের সব সেবা বিনামূল্যে দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে সব ধরনের বিল নেয়া হতো। শুধু তাই নয়, রিজেন্ট হাসপাতালে করোনার ১০ হাজার নমুনা পরীক্ষার মধ্যে ৬ হাজারই ভুয়া রিপোর্ট ছিল বলে জানায় সংশ্লিষ্ট সূত্র। সূত্র-যুগান্তর

দলীয় কমিটিতে সাহেদদের মত প্রতারক রাখবেন না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাজনৈতিক দলের কোনো কমিটিতে যেন করোনার রিপোর্ট নিয়ে জালিয়াতি করা মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিমের মত প্রতারকদের রাখা না হয়, সেই আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি বলেছেন, তারা সুপারিশ করবেন কমিটিতে কাউকে নেয়ার আগে যেন ভালো করে যাচাই-বাছাই ও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হয়।

বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাহেদ একজন ক্রিমিনাল (অপরাধী)। সে অনেকের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর কখনো, কোনো দিন যেন সে এ ধরনের প্রতারণা করতে না পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একের পর এক প্রতারণার পরও কেন এতদিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারল না- এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রতারকেরা ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধ করে। তবে ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন প্রতারণা করতে না পারে সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট দফতর সেদিকে সজাগ আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চাইলে আইন-কানুন না মেনে পরিচালিত সব হাসপাতালের বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাবেন।

এর আগে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের ব্যাপারে সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।

প্রসঙ্গত রিজেন্ট প্রতারণার হোতা সাহেদকে বুধবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বোরকা পরে ছদ্মবেশে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানান র্যাব। পরে তাকে নিয়ে অভিযানে বের হয় র্যাব।

সূত্র- যুগান্তর

খুবই চতুর, ধুরন্ধর ও অর্থলিপ্সু সাহেদ : র্যাব ডিজি

র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, সাহেদ নিজেকে নিরাপরাধ দাবি করলেও মূলত তিনি একজন চতুর, ধুরন্ধর

এবং অর্থলিপ্সু। আজ বুধবার বিকেল ৩টায় সাহেদকে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

র্যাব ডিজি বলেন,গত মঙ্গলবার রাতে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদ পারভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাসুদ পারভেজের দেওয়া তথ্যে রিজেন্টের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় সাহেদকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
বিস্তারিত আসছে…

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘জাল টাকায় ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ’

রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদকে ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেটি সাহেদের গোপন বাসা বলে জানিয়েছে র্যাব। সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব সদর দফতর থেকে সাহেদকে নিয়ে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ৬২ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে অভিযান।

র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাহেদের দেওয়া তথ্য মতে, ওই গোপন বাসা থেকে যে জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতো। ভুক্তভোগীরা দীর্ঘদিন ঘুরেও যখন টাকা পাচ্ছিল না তখন এসব টাকা পেয়ে অনেকই খুশি হতেন।

তিনি বলেন, তবে যখন এসব টাকা নিয়ে বিপাকে পড়তেন, বুঝতেন জালটাকা- তখন আবারও ভুক্তভোগীরা সাহেদের কাছে যেতেন। এরপর সাহেদ বলতো, আমি আপনাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করেছি, আর এখন বলছেন এসব টাকা জাল। এখন কী করবেন, যান মামলা করেন আমার নামে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পশুর বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে চুয়েটের পূর্ণাঙ্গ মডিউল

গরু ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট জায়গা। গরু পর্যবেক্ষণে থাকবে বিশেষ জায়গা। থাকবে চলাচলের পৃথক পথ। হাটে আসা পশুগুলোকে রাখা হবে নির্দিষ্ট আয়তনে। পশু রাখার স্থান পরিষ্কার রাখতে পরিবেষ্টিত থাকবে বর্গাকারের নালা। এতে পশু রাখার পথগুলো থাকবে শুকনো। প্রত্যেক মডিউলের কেন্দ্রীয় স্থানে দূর থেকে বিক্রেতারা অবস্থান করতে পারবেন। রাখতে পারবেন পশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আছে হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, জীবাণুমুক্তকরণ চেম্বার পার করেই প্রবেশের নির্দেশনা।

কোরবানির বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে এমন একটি মডিউল তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষার্থী। চুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ ইমাম বাকেরের উদ্যোগ এবং চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম ও ফারহান আরিফ রহমান মডিউলটি উদ্ভাবন করেন। মডিউলটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ১৩০০ বর্গফুট জায়গার হাটে। এর মাধ্যমে দেশে যেকোন হাটে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কমবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি। ইতোমধ্যে মডিউলটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পশুর হাটে বাস্তবায়নে গত রবিবার চসিক মেয়র ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মঙ্গলবার বাজার ইজারাদারদের সামনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মডিউলটি উপস্থাপন করা হয়।

চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম বলেন, ‘বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে কোরবানির হাটে সংক্রমণের ঝুঁকিটা প্রকট। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জের। বর্তমানে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আসে। তাই পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি কেমন হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মডিউল তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে চসিকের কাছে মডিউলটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি চসিকের বাজারে বাস্তবায়ন করা হবে।’
চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুফিদুল আলম বলেন, ‘চুয়েটের শিক্ষার্থীদের মডিউলটি সময়োপযোগী। সেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে ইজারাদারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি, সকলেই মডিউল অনুসারে বাজারে পশু বিকিকিনি করবেন।’

চসিকের রাজস্ব শাখা সূত্রে জানা যায়, নগরে তিনটি স্থায়ী ও চারটি অস্থায়ী পশুর হাট বসবে। স্থায়ী হাটগুলো হচ্ছে-সাগরিকা, বিবিরহাট ও পোস্তারপাড় ছাগলের বাজার। অস্থায়ী চারটি হলো কমল মহাজন হাট, সল্টগোলা গরুর বাজার, বাটারফ্লাই পার্কের দক্ষিণের খালি মাঠ ও কর্ণফুলী পশুর বাজার। চাঁদদেখা স্বাপেক্ষে আগামী সোম বা মঙ্গলবার থেকে হাটগুলোতে পশু বিকিকিনি শুরু হবে।

চসিক ইজারাদারদের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করেছে। নির্দেশনার মধ্যে আছে, পশুর দূরত্ব নিশ্চিত, ঠিকাদারদের পক্ষে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার, সকাল থেকে বাজার বসানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশু বাঁধার খুঁটি, ছাউনি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট দোকান, আইনশৃংখলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প ছাড়া আর কোন ধরনের দোকানপাট বা স্থাপনা থাকবে না, বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোররা বাজারে না আসা এবং ক্রেতার সঙ্গে সর্বোচ্চ দুইজনের বেশি না থাকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ঈদে ৯ দিন গণপরিবহন বন্ধ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আসন্ন ঈদুল আজহায় ৯ দিন গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। ঈদের পাঁচ দিন আগে থেকে এবং ঈদের তিন দিন পর পর্যন্ত সড়কে গণপরিবহন চলবে না।

এই ৯ দিন গণপরিবহন বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এমন নির্দেশনা চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

বুধবার সচিবালয়ে ঈদুল আজহা উপলক্ষে লঞ্চ, ফেরি, স্টিমার চলাচল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত বৈঠকের শুরুতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঈদের পাঁচ দিন আগে থেকে এবং ঈদের পর তিন দিন গণপরিবহন বন্ধ রাখার বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন আমরা পেয়েছি। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এ নির্দেশনার আলোকে মিটিং করে আমরা পদক্ষেপ নেব।

তিনি বলেন, যারা ঈদে বাড়ি যেতে চান, তাদের ঈদের পাঁচ দিন আগেই যেতে হবে। যারা ঢাকায় ফিরতে চান, তাদের তিন দিন পরেই আসতে হবে।

অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষ্যে আসন্ন ঈদের সময় জনগণের চলাচল সীমাবদ্ধ করতে ঈদুল আজহার পাঁচ দিন আগে থেকে এবং ঈদের তিন দিন পর পর্যন্ত গণপরিবহন বন্ধ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যানের কাছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ জুলাই বা ১ আগস্ট দেশে ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। এর আগে ও পরে ৯ দিন সড়কে গণপরিবহন থাকবে না। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় আরও ৩৩ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৪৫৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫৯০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৯৬ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫ হাজার ২৩ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩০৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫৩৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৫ দশমিক ২৩ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭ জন ও নারী ৬ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৪৫৭ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার ৯৪০ জন আর নারী ৫১৭ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৯৬ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ৫ হাজার ২৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ২৫ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৩ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৪৩ জন এবং বাড়িতে ৪ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ৭ জন, রাজশাহীতে ২ জন, খুলনায় ৫ জন এবং রংপুরে ৩ জন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ২২৪ জন, চট্টগ্রামে ৬৩৩ জন, রাজশাহী ১২৭, খুলনায় ১৩৮ জন, বরিশালে ৮৯ জন, রংপুরে ৮০, সিলেটে ১১০ এবং ময়মনসিংহে ৫৬ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৭ জন এবং বাড়িতে ৬ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সূত্র-যুগান্তর

বেরিয়ে এল সাহেদের ‘দ্বিতীয় অফিস’, উত্তরার এক বাড়িতে অভিযানে র্যাব

রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে নিয়ে উত্তরার অভিযান চালাচ্ছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। বুধবার সকালে উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর সড়কের ৬২ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে এই অভিযান শুরু হয়।

কী কারণে সেখানে অভিযান জানতে চাইলে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, এটা সাহেদের দ্বিতীয় অফিস। এই ফ্ল্যাটের খবর আগে পায়নি র্যাব। সাহেদকে গ্রেপ্তারের পর তার কাছে এই ফ্ল্যাটের হদিস মেলে বলে র্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এর আগে এক সপ্তাহ ধরে পলাতক সাহেদকে বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্তবর্তী কোমরপুর গ্রামের লবঙ্গবতী নদীর

তীর থেকে একটি গুলিভর্তি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার সকাল ৯টায় সাহেদকে নিয়ে র্যাবের হেলিকপ্টারটি রাজধানীর তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট সাহেদকে

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান পলাতক আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদকে।

বুধবার ভোরে র্যাবের বিশেষ অভিযানে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রামগতি সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ জানান, সাহেদ করিম ওরফে মো. সাহেদকে ঢাকায় আনা হয়েছে। সাতক্ষীরা থেকে র্যাবের অভিযান দলের সঙ্গে হেলিকপ্টারযোগে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

র্যাব সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাহেদকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

বিমানবন্দর থেকে সাহেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব সদরদফতরে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসবাদ শেষে বুধবারই তাকে উত্তরা পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হবে।

তবে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে থানার মাধ্যমে আজই আদালতে প্রেরণ করা

হবে কিনা এ বিষয়ে র্যাবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে গ্রেফতার করে র্যাব। মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে টাকার বিনিময়ে করোনাভাইরাস শনাক্তের নমুনা সংগ্রহ করা এবং ভুয়া সনদ দেয়ার অভিযোগ ৬ জুলাই র্যাব রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়।

অভিযানে ভুয়া করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট, করোনা চিকিৎসার নামে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়ম উঠে আসে। পরে রোগীদের সরিয়ে রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয়।

পর দিন উত্তরা পশ্চিম থানায় র্যাব বাদী হয়ে মো. সাহেদকে প্রধান আসামি করে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে।

সে মামলায় ৯ দিন পলাতক থাকার পর গ্রেফতার হলেন মো. সাহেদ।

ওই মামলায় সাহেদকে থানার মাধ্যমে সেই সময় প্রধান আসামিসহ ৯ জন আসামিকে পলাতক দেখিয়ে এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসামিরা হলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজ, রিজেন্ট হাসপাতালের কর্মী তরিকুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান জুয়েল, মো. শিমুল পারভেজ, দীপায়ন বসু, আইটি কর্মকর্তা মাহবুব, সৈকত, পলাশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব ১. হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, ২. হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, অভ্যর্থনাকারী কামরুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, রিজেন্ট গ্রুপের গাড়িচালক আবদুস সালাম ও নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রশিদ খান।

এসব আসামির মধ্যে সাতজনকে ইতিমধ্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারী আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- রিজেন্ট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব হাসান, হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, হেলথ

টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল হাসান ওরফে সুমন, মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, গাড়িচালক আবদুস সালাম ও হাসপাতালের কর্মী আবদুর রশিদ খান ওরফে জুয়েল। সূত্র- যুগান্তর